অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিগত দশকগুলোতে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৭.৫৬ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ৩৬.৯২ শতাংশ। দেশের সব ধরনের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ রপ্তানিযোগ্য ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সার উৎপাদন ও সরবরাহ, কর্মসংস্থান ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে উপযোগী সব ধরনের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। দেশীয় কাঁচামাল ও সম্পদ ব্যবহার করে শ্রমঘন শিল্পায়নের পাশাপাশি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধাকে ধারণ করে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা, খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ প্রণয়ন করেছে। শিল্প খাতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে শিল্পখাতের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য অবকাঠামোগত বাধা দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতের ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের মাধ্যমে দেশের শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুবিধার্থে দ্রুত সেবা প্রদান এবং সেবার মান উন্নত করতে বাংলাদেশ সরকার 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যাক্ট-২০১৮' প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির শিল্প খাত গত কয়েক বছর ধরে ক্রমান্বয়ে এবং ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএস এর হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে জিডিপি'তে সার্বিক শিল্পখাতের (Broad Industry) অবদান ছিল ৩৬.৯২ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৭.৫৬ শতাংশে। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৫টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হল খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। এর মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ২৪.৯৫ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ২৪.২৯ শতাংশ। সারণি ৮.১-এ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিডিপি ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০১৫-১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে) (কোটি টাকা)

শিল্প	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
কুটির শিল্প (কটেজ)	৭২১২৭ (-)	৭৮৮২৯ (৯.২৯)	৮৪৭০০ (৭.৪৫)	৯৬৭০৪ (১৪.১৭)	১০০২৫৭ (৩.৬৭)	১১০৫৫৭ (১০.২৭)	১২২৮৪৭ (১১.১২)	১৩৫৯৮৫ (১০.৬৯)
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প	১২৯১০৮ (-)	১৪২১০২ (১০.০৬)	১৫৭৮৮২ (১১.১০)	১৭৪৬৩২ (১০.৬১)	১৭৯৩২৫ (২.৬৯)	২০৪২৪১ (১৩.৮৯)	২১৪১২৬ (৪.৮৪)	২৩৪৯৭০ (৯.৭৩)
বৃহৎ শিল্প	২২১১৫২ (-)	২৩১৩৮৮ (১১.০৮)	২৫৭০১৬ (১২.৭৯)	২৮৯৮৮৫ (০.৪১)	২৯১০৭২ (১০.৬১)	৩২১৯৬৭ (১০.৬১)	৩৭২৪৫২ (১৫.৬৮)	৪০৩৯৪৮ (৮.৪৬)
মোট	৪২২৩৮৭ (-)	৪৫২৩১৯ (৭.০৯)	৪৯৯৫৯৮ (১০.৪৫)	৫৬১২২০ (১২.৩৩)	৫৭০৬৫৪ (১.৬৮)	৬৩৬৭৬৫ (১১.৫৯)	৭০৯৪২৫ (১১.৪১)	৭৭৪৯০৩ (৯.২৩)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক।

জাতীয় শিল্পনীতি

শিল্পায়নকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচনা করে দেশে শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ ঘোষণা করে। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীদেরকে শিল্পায়নের মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নে সরকার 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রসারকে শিল্পায়নের প্রধান মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করেছে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎ শিল্প ও কতিপয় সম্ভাবনাময় সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে।

দেশীয় কাঁচামাল ও সম্পদ ব্যবহার করে শ্রমঘন শিল্পায়নের পাশাপাশি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধাকে ধারণ করে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা, খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের উৎকর্ষ সাধনই জাতীয় শিল্পনীতি, ২০২২ এর মূল উদ্দেশ্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শ্রমঘন ও রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন, শিল্পের বহুমুখীকরণ, সেবাখাতের উন্নয়ন, আইসিটিভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিজনিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ নির্দেশনা রয়েছে এ নীতিমালায়। এ নীতিমালার সফল বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি হলো বেসরকারি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা এবং সে লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা পালন করবে। শিল্প খাতের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য অবকাঠামোগত বাধা দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করা ইত্যাদি কার্যক্রমকে এ নীতিমালায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সরকার শিল্প খাতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ প্রণয়ন করেছে।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত। সরকার ২০২৪ সাল নাগাদ এ খাত থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের চামড়া খাতের কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাসহ 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হিসেবে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলে এ খাতটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ২১৩.২২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে দাঁড়িয়েছে ৫০০.২৮। সারণি ৮.২-এ ২০১৩-১৪ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.২ ঃ মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক
(২০০৫-০৬=১০০)

শিল্প	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	২১৩.২২	২৩৬.১১	২৬৭.৮৮	২৯৭.৮৯	৩৪২.৪৭	৩৯২.৮২	৩৯৮.৩৫	৪৪৭.৬০	৫০১.৬৮	৫০০.২৮
শতকরা পরিবর্তন	৯.২৪	১০.৭৪	১৩.৪৬	১১.২০	১৪.৯৭	১৪.৭০	১.৪১	১২.৩৬	১২.০৮	৭.৪২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২২

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

দেশের শিল্পায়নে গতি সঞ্চার, অর্থনীতির মূলধারায় সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মানসম্মত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের সম্প্রসারণ ও বিকাশের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক

বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০২২ সালেও অব্যাহত ছিল। এসএমই খাতের উন্নয়নে গৃহীত চলমান পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৮.১ এ দেয়া হলো।

এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক বছরওয়ারী (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি এবং ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত এসএমই খাতে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি ২,৮৫,৫৬৫.৬৯ কোটি টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ১১,২৪,১৯৩টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ২,২০,৪৮৯.৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়কালে ১,৪৭,১০২টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১০,৩৫৫.৮০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সারণি ৮.৩ এ ২০১০ হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ দেখানো হলঃ

সারণি-৮.৩: ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা	সাব-সেক্টর			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০১০	৩৮৮৫৮.১২	৩৫০৪০.৫৩	১৫১৪৭.৭২	৩৩৫৫.৬৮	৫৩৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮
২০১১	৫৬৯৪০.১৩	৩৪৩৮২.৬৪	১৫৮০৫.৯৫	৩৫৩০.৮৫	৫৩৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫
২০১২	৫৯০১২.৭৮	৪৪২২৫.১৯	২১৮৯৭.৩৩	৩৬৩০.৯০	৬৯৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮
২০১৩	৭৪১৮৬.৮৭	৫৬৭০৩.৭২	২৪০১৬.৬৪	৪৬০২.৮৯	৮৫৩২৩.২৫	৩৩৪৬.৫৫	১১৫
২০১৪	৮৯০৩০.৯৪	৬২৭৬৭.১৮	৩০২৪৬.২০	৭৮৯৬.৭৭	১০০৯১০.১৫	৩৯৩৮.৭৫	১১৩
২০১৫	১০৪৫৮৬.৪৯	৭৩৫৫১.৭৮	৩০৪৬২.০২	১১৮৫৬.৬৮	১১৫৮৭০.৪৮	৪২২৬.৯৯	১১২
২০১৬	১১৩৫০৩.৪৩	৯০৫৪৭.৫৭	৩৫১৬৮.৬৩	১৬২১৯.১৯	১৪১৯৩৫.৩৯	৫৩৪৫.৬৬	১২৫
২০১৭	১৩৩৮৫৩.৫৯	৯৬৯৩৪.৭৯	৪২৩৩৪.৮৭	২২৫০৭.৬৬	১৬১৭৭৭.৩২	৪৭৭২.৯৯	১২১
২০১৮	১৬১০৩১.৮৯	৬৬৯৩৬.২১	৫৫৭৩৯.৬১	৩৬৮৩৪.২৫	১৫৯৫১০.০৭	৫৫১৭.০৯	৯৯.০৫
২০১৯	১৭৬৯০২.০০	৭২৫২২.৩৭	৫৮৭১৫.৩১	৩৬৭৩২.৯৯	১৬৭৯৭০.৬৭	৬১০৮.৯৯	৯৪.৯৫
২০২০	২২৯১৫৩.২১	৮৩৪৫৫.৬১	৮০৮৪৩.৩৪	৪২৫০৪.৬৮	২০৬৮০৩.৬৩	৮২৪৪.৪৬	৯০.২৫%
২০২১	২৫২৭৬০.৬৪	৮৭৯৩৪.৪৫	৮৩০০৭.২৯	৪৪৮৪৪.৫৬	২১৫৭৮৬.৩০	৮৮০১.৫৪	৮৫.৩৭%
২০২২*	২৮৫৫৬৫.৬৯	৯৮৫৪৮.১৯	৯৫৫১৬.৯৬	৪৮৩১১.৬২	২৪২৩৭৫.৭৮	১৩৭৪৪.৫৭	৮৪.৮৮%

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

* ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ভিত্তি পরিবর্তিত হয়েছে; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পূর্বে বিতরণভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তে ২০২০ সাল হতে প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে তাদের পূর্ববর্তী বছরের নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির (মোট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি - মোট শ্রেণীকৃত ঋণ)ভিত্তিতে এসএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে। SMESPD এর পত্র জারি নং-০২,তাং-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Refinace Scheme)

এসএমই খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উন্নয়নসহযোগী সংস্থা জাইকা, ইউরোপীয় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং নিজস্ব অর্থায়নে ১২টি তহবিল/প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৩,১১,১২২টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ২৩,৯১৭.৭৬ কোটি টাকা পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। এ সকল পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন তহবিল/প্রকল্পসমূহ এসএমই খাতে একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বাজার সৃষ্টিতে অবদান রেখে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত তহবিলগুলোর সার্বিক অবস্থা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত সারণি-৮.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৪: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর খাতওয়ারী বিবরণ

ক্রমিক নং	তহবিলের নাম	পূর্ব-অর্থায়ন/পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা
১	কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিল	৯৩৫২.১০	২৩১৭৮৯
২	সিএমএসএমই খাতে মেয়াদী ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	১০৪৫.৯২	৭৬৫৫.০০
৩	কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	২৭৬৫.০২	৪১৭৮
৪	কটেজ,মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	২০৮.৪৫	৩০২০
৫	স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	৬,৩৩৪.৭৭	৫০০৩৪
৬	ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৬৯৬.৫৫	১১১০
৭	আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)	৯৯.৩৭	৮
৮	জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস [এফএসপিডিএসএমই]' প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা পূর্ব অর্থায়ন স্কীম	১৩৭৩.১৪	২২৪৬
৯	বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের নিরাপত্তা সংস্কার ও পরিবেশগত উন্নয়ন প্রকল্প	২২৫.০৮	২২
১০	কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত CMSME খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং তারল্য সংকট দূরীকরণের লক্ষ্যে আপদকালীন সহায়তা প্রকল্পের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	১৩৫৭.৪৮	৯৩৬৩
১১	সাপোটিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্ট (এসপিসিএসএসইসিপি)	৩৮৬.৩৬	১৫৭৭
১২	লাইন অফ ফাইন্যান্স টু সাপোর্ট এসএমই'স প্রজেক্ট আন্ডার দ্য আইএসডিবি এসপিআরপি ফর কোভিড-১৯, রিস্টোর ট্র্যাক (এলএফএসএসপি)	৭৩.৫২	১২০
সর্বমোট		**২৩৯১৭.৭৬**	**৩১১১২২**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত)।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)

এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তথা এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রণীত এসএমই নীতিমালা-২০১৯, শিল্পনীতি-২০২২, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১ এবং অন্যান্য নীতিমালা, কৌশলপত্র ও সরকারের নির্দেশনার আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ সংযোজনী ৮.২ এ দেয়া হলো।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদেরকে সহায়ক সেবা ও সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে যেসব অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

- **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান**
  বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত দেশে নতুন ৪৩টি মাঝারি শিল্প, ১,৩৮৩টি ক্ষুদ্র ও ২,৮৮৮টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। আর এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ১,৮৪৭.২৫ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০০.০৯ কোটি টাকা, উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে ৭৪৫.৮৪ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ৯০১.৩২ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৩৫,২৯৫ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

- **বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান**

সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৮০টি শিল্পনগরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৫,৯৯৮টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১০,৬০৭টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪,৭৬৯টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদনরত আছে। ৮০টি শিল্পনগরীতে জুন ২০২২ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৩,২৫৯.৭৭ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৭৬,৪১০.১৬ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৪৬,২৯৩.৩৭ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়ার শিল্প খাত থেকে। এতদসংক্রান্ত অবদানের তথ্য সারণি ৮.৫ এ উপস্থাপিত হয়েছে :

সারণি ৮.৫ঃ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

১	মোট শিল্পনগরীর সংখ্যা	:	৮০টি
২	মোট শিল্প প্লট সংখ্যা	:	১১৯২২টি
৩	মোট বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত)	:	১০৬০৭টি
৪	বরাদ্দকৃত প্লটে মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত)	:	৫৯৯৮টি
৫	উৎপাদনরত মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত)	:	৪৭৬৯টি
৬	সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা (শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	:	৯৬২টি
৭	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ (শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	:	৪৩২৫৯.৭৭ কোটি টাকা
৮	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (শুরু হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	:	৮.২৫ লক্ষ জন
৯	উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০২১-২০২২ অর্থবছর)	:	৭৬৪১০.১৬ কোটি টাকা
১০	রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০২১-২০২২ অর্থবছর)	:	৪৬২৯৩.৩৭ কোটি টাকা

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

সারণি ৮.৬: বিসিক শিল্পনগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

ক্র:নং	অর্থ বছর	বিনিয়োগ (ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	বার্ষিক উৎপাদন (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান (শুরু থেকে) (লক্ষ জন)
১	২০১২-২০১৩	১৭৪১১	৩৬০৯৭	৫.০৪
২	২০১৩-২০১৪	১৮৮৯৭	৪২৫০৯	৫.২৬
৩	২০১৪-২০১৫	১৯৩৮০	৪৩৮৫৮	৫.৫০
৪	২০১৫-২০১৬	২০১৭৮	৪৫৮৭৯	৫.৬৩
৫	২০১৬-২০১৭	২০১৭৮	৫৫২৬২	৫.৬৪
৬	২০১৭-২০১৮	২৫৪১৮	৫৯১০৭	৫.৭৯
৭	২০১৮-২০১৯	২৭৬৮৯	৫০৬৮২	৮.২৪
৮	২০১৯-২০২০	৩৯২১৭	১৩৬৯৯৮	৮.২৫
৯	২০২০-২০২১	৪১২১৭	৬০৯৪৪.৯৫	৮.২৫
১০	২০২১-২০২২	৪৩২৫৯.৭৭	৭৬৪১০.১৬	৮.২৫
১১	২০২২-২০২৩*	৪৩২৫৯.৭৭	-	-

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়। (*ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।)

- **বিসিকের ঋণ সহায়তা কার্যক্রম**

দারিদ্র্য বিমোচনে বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) কর্মসূচির মাধ্যমে বিসিকের ঋণ প্রশাসন শাখার আওতায় ৬৪ জেলায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৫০৫ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ১০.২৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- **অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড**

উল্লিখিত কর্মকান্ডের বাইরে বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদেরকে যেসব উল্লেখযোগ্য সেবা সহায়তা প্রদান করেছে, তার একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৮.৭ ঃ বিসিক কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত সেবা সহায়তা কার্যক্রমের বিবরণ

ক্র: নং	সহায়তার ক্ষেত্র		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
০১	শিল্প ইউনিটের রেজিস্ট্রেশন প্রদান	মাঝারি শিল্প	-	-	-	-	১৪	১৪	২১	৪৩	৮৫	৪২
		ক্ষুদ্র শিল্প	৬০৪	২৫১	৬৪৭	৮৬৯	৬৪৭	৬১৭	৬২৫	১৯১২	২০২১	৮৬৭
		কুটির শিল্প	১৩৬৩	৪৯৪	১৩২৯	২০৪১	১৮৩৮	১৭০৬	১৬১৯	৫৪০৪	৫৮০৭	১৯৪৪
০২	নকশা উন্নয়ন ও বিতরণ		২৪০৯	২৪০৯	২৩২৬	২৪৪৮	২৮৩৩	২৯৩৯	২৭৮৩	৩৫৭১	২৭৮৫	১৪৯২
০৩	প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন		৪২১	৪২২	৪৭৬	৪৮৬	৫০৪	৫৬৫	৪৬১	৫২০	৫২২	১৫৩
০৪	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন		৩৮১	৪১১	৩৯৬	৪২৩	৪৩৬	৪১৬	৩৮৭	৪২৩	৪০৪	৭৮
০৫	সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন		৪৩	৬০	৬১	৬১	৬০	৫৩	৬৩	৬৬	৬০	৫৭
০৬	মেলা আয়োজন (অনলাইনসহ)		১২	১১	১৪	১৮	১৮	১৫	১৪	২১	১০০	৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয় *ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) সরকারি খাতে বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ শিল্প সংস্থা। দীর্ঘদিন থেকে সফলতার সাথে ইউরিয়া সার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে সারের চাহিদা পূরণ করে আসছে। বর্তমানে বিসিআইসি'র অধীনে ১০টি চালু শিল্প কারখানা রয়েছে। চালু কারখানাগুলোর মধ্যে ৪টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা ও ১টি স্যানিটারীওয়্যার ও ইন্স্যুলেটর কারখানা রয়েছে। বিসিআইসি'র উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশই বিভিন্ন রাসায়নিক সার, যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার এবং ১০ শতাংশ অন্যান্য সার। বিসিআইসি'র সাথে স্থানীয়/বিদেশী যৌথ উদ্যোগে ১০টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সংস্থাধীন কারখানাসমূহে যথাক্রমে ৫,২৭,২৭১ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার, ৫৮,৩০৯ মেট্রিক টন টিএসপি, ৮১,০২৮ মেট্রিক টন ডিএপি সার, ৭৭২.৬৮ মেট্রিক টন কাগজ, ৫৪১.৬৪ মেট্রিক টন স্যানিটারীওয়্যার সামগ্রী, ৩০৫.৩৯ মেট্রিক টন ইনসুলেটর, ৯৯.৫৪ মেট্রিক টন রিফ্র্যাক্টরীজ এবং ৯.৯৫ লক্ষ বর্গমিটার গ্লাস শীট উৎপাদিত হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বিসিআইসি'র ১০টি কারখানায় ১৯০৪.৯০ কোটি টাকার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ১০৫৫.২৫ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৫.৪০%। একই সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১১৯৮.৪২ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬২.৯১%। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত জাতীয় কোষাগারে প্রদত্ত রাজস্ব (কর ও শুল্ক) এর পরিমাণ ১১১.৫৮ কোটি টাকা।

বিসিআইসি'র চালু কারখানাসমূহঃ

১। চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি.

২। শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লি.

৩। যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লি.

৪। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লি.

৫। টিএসপি কমপ্লেক্স লি.

৬। ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লি.

৭। কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লি.

৮। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ

৯। উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরী লি.

১০। বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরী লি.

বিসিআইসি'র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কারখানাসমূহ

১। কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ

২। স্যানোফি বাংলাদেশ লিঃ

৩। বায়ার গ্রুপ সায়েন্স লিঃ বাংলাদেশ

৪। নোভার্টিস বাংলাদেশ লিঃ

৫। সিনজেনটা বাংলাদেশ লিঃ

৬। মিরাকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ

৭। ঢাকা ম্যাট ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ

৮। বাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ

৯। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এন্ড এগ্রো কেমিক্যালস লিঃ

১০। সৌদি-বাংলা ইন্টিগ্রেটেড সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ

সারণিঃ ৮.৮: ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান

(মেট্রিক টন)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)	চাহিদা	প্রকৃত বিক্রয়	চাহিদার বিপরীতে বিক্রয়ের হার (%)	আমদানি
২০১২-১৩	১১১৫০০০	১০২৬৯৯৯	৯২	২৫০০০০০	২২৪৭১১৬	৯০	১৩১৪৭০৩
২০১৩-১৪	১০১২৫০০	৮৩৮৬২৮	৮৩	২৪৫০০০০	২৪৬১৬৮১	১০০	১৭৩১০৫৭
২০১৪-১৫	৭৮৬০৫৬	৮৭৮৩৬০	১১২	২৭০০০০০	২৬৩৮৫৩৩	৯৮	১৮৮০৯৬৪
২০১৫-১৬	১০৯৫০০০	১০০৭৪৯৮	৯২	২৮০০০০০	২২৯১৪৫২	৮২	১৬৭৬১৬৫
২০১৬-১৭	৯২৮০০০	৯২২৭১৭	৯৯	২৫০০০০০	২৩৬৫৭৩৭	৯৫	১১৫৩৩২৪
২০১৭-১৮	৯৪৩৯৭৪	৭৬৪০০৬	৮১	২৫০০০০০	২৪২৭৪৬৭	৯৭	১৪১৯১৪৮
২০১৮-১৯	৮১০০০০	৭৮৮৪৩৫	৯৭	২৫৫০০০০	২৫৯৪০৯৩	১০২	২০৪৫৭১৫
২০১৯-২০	৯০০০০০	৭৯৬৫৯৮	৮৯	২৬৫০০০০	২৫০৯৭২৬	৯৪.৭১	১৬৯৯৭৬৪

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)	চাহিদা	প্রকৃত বিক্রয়	চাহিদার বিপরীতে বিক্রয়ের হার (%)	আমদানি
২০২০-২১	১১৬০০০০	১০৩৩৯১৩	৮৯	২৫৫০০০০	২৪৬৩৪১৯	৯৬.৬০	১৩০৭৭২৭
২০২১-২২	১২২০০০০	১০১০৩০৪	৮২	২৬৬৯১০০	২৬৬৩০৮২	৯৯.৭৭	১৭০৪৭০১
২০২২-২৩*	১৩১০০০০	৫২৭২৭১	৪০	২৬০০০০০	২২৮৯৩৯৮	৮৮.৪০	১৬৬১৭৩৬

উৎসঃ বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিস্টিলারি ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ১টি জৈবসার কারখানা ও ২টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চিনিকলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫২,৯৪৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২১,৩১৩ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিস্টিলারি ইউনিটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫৮.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৪২.৩২ লক্ষ প্রুফ লিটার ডিস্টিলারি পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। জৈব সার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২,২০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ১,৩৫০ মেট্রিক টন জৈবসার উৎপাদিত হয়েছে এবং ভিনেগার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২২,০০০ এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১৩,২০০ লিটার ভিনেগার উৎপাদিত হয়েছে। প্রকৌশলজাত পণ্য বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৬০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৩৫২.৫ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের অধীন ০৯ টি চিনিকলে আখ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এর সহযোগিতায় গুণগত ও মানসম্পন্ন আখবীজ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আইসিটি সুবিধা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এর সহায়তায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর অধীন চিনিকলসমূহে ই-পুর্জি, অনলাইন পুর্জি, ই-গেজেট, ই-পেমেন্ট কার্যক্রম সফলভাবে চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) ৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এ কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যথা- বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে অবদান রাখছে। তাছাড়া, বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল ইত্যাদির সংযোজনমূলক উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অধিকন্তু, প্রতিষ্ঠানসমূহ জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, এমএস রড, সেফটি রেজর ব্লেড উৎপাদন করে।

বিএসইসি'র উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ১৪২.৫৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনরত প্রতিষ্ঠানসমূহে ৯৯৪.৩৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সময়ে ১৪২.০৭ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ১১২৪.৫২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় হবে বলে আশা করা যায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিএসইসি ৪৬.৯৯ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জুলাই ২০২২-ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সার্বিক নীট মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ৯৬.৯৬ কোটি টাকা। সারণি ৮.৯ - এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী এবং সারণি ৮.১০-এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিএসইসি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ৮.৯ বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী (কোটি টাকা)

বিবরণ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
মুনাফা	৮৪.৫৪	৯৫.৪১	৯৬.৬৮	১০২.৮৭	১০৪.৫৯	৮৫.৮১	৩৩.৭৬	৬৫.১০	৪.২৪
লোকসান	(১২.৯৬)	(৯.১৯)	(১৯.৬০)	(২৩.৯১)	(৩৬.৬৯)	-৩১.৬৬	-২৯.১৫	-১৮.১১	-১৬.১৯
নীট লাভ/(লোকসান)	৮৬.২২	৮৬.২২	৭৭.০৮	৭৮.৯৬	৬৭.৯	৫৪.১৫	৪.৬১	৪৬.৯৯	-১১.৯৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

সারণিঃ ৮.১০ বিএসইসি'র রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ (কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
কর ও শুল্ক	৩৩০.০৬	২৫৬.২৪	২৩৯.৬১	৩৫৯.৪	৬১৪.২৬	৩০৯.০০	১৪৪.৫২	২০৩.৫২	৮৯.৩৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) দেশের অন্যতম একটি মুনাফা অর্জনকারী- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা। এ সংস্থার কার্যক্রম শিল্প ও রাবার দুটি সেক্টরে বিভক্ত।

ক. শিল্প সেক্টর

শিল্প সেক্টরের আওতায় ৮টি শিল্প ইউনিট রয়েছে। তন্মধ্যে ০৩টি ইউনিট পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত কাঠ এবং বিএফআইডিসি'র রাবার বাগানের জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ আহরণ কাজে নিয়োজিত। অপর ৫টি ইউনিটে বাণিজ্যিকভাবে উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরি হয়ে থাকে। শিল্প সেক্টর ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩১.৫৮ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

খ. রাবার সেক্টর

বিএফআইডিসি'তে ১৯৬২ সন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ৩৩,১২৯ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা, ভুমিক্ষয় রোধ ও ভাঙ্গন রোধ সহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং পশ্চাদপদ গ্রামীণ জনপদে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ২,৪৭৯ মেট্রিক টন রাবার বিদেশে রপ্তানি করে ৩৮.৮৪ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট উৎপাদিত রাবারের ৫৩% বিদেশে রপ্তানী করে ২৫৮.৭০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। বিএফআইডিসি'র উৎপাদিত কাঁচা রাবার স্যান্ডেল, হাল্কা যানবাহনের টায়ার-টিউব, হোস পাইপ, বাকেট, গ্যাস্কেট, অয়েল সিল, টেক্সটাইল, জুটমিলের স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি নানাবিধ পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সারণি ৮.১১ তে গত ১০ বছরে বিএফডিসি কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণিঃ ৮.১১ গত ১০ বছরে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রম	জমার খাত	অর্থবছর									
		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
১.	ভ্যাট	৭৭০.৯৪	৬৩৩.৪৯	৫২৮.১৫	৭১৬.০০	৯৪৬.২৮	৮২৭.৩০	১০৪৭.৭০	১৮৯৮.৮৬	২১৮৩.৫৩	১০৩১.০৬
২.	বিক্রয় কর	১৮০.৩	৩৩.২১	৫৬.৭৭	৪৭.৪৯	৯৬.৪০	৬.২২	৪.৭৫	১০.৭৪	২৮.৯৪	৪৯.২৯
৩.	আয়কর (বেতন)	০.১১	-	-	-	৫.৯৫	৪.৯২	১০.৮৯	৭.৭০	৬.৩৮	৪.০০
৪.	রয়ালটি	৪২.৮৪	৪৬.১৫	-	-	-	-	১৩৮.৯৩	-	-	-
৫.	আয়কর (কর্পোরেশন)	৩৯৬৬.৫৬	১৫৬৪.৪৭	১১১৭.৬৮	৩১৫.০০	৯৪.০০	২৭০.০০	৫২৮.১৫	১৩৪.৭৬	৪৫৫.৪৩	-
৬.	অন্যান্য ট্যাক্স	৩০৫.০২	১৩৬.৬	২৩৩.২২	৪৪১.৪০	১২৩.০৭	৩০০.০০	-	৭২০.৫০	১২৮০.২৪	৬১৫.৭০
৭.	লভ্যাংশ	-	২৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট=		৫২৬৫.৭৭	২৪৩৮.৯৮	১৯৩৫.৮২	১৫১৯.৮৯	১২৬৫.৭	১৪০৮.৪৪	১৭৩০.৪২	২৭৭২.৫৬	৩৯৫৪.৬২	১৭০০.০৫
৮.	ডিএসএল (মূলঋন)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট		**৫২৬৫.৭৭**	**২৪৩৮.৯৮**	**১৯৩৫.৮২**	**১৫১৯.৮৯**	**১২৬৫.৭**	**১৪০৮.৪৪**	**১৭৩০.৪২**	**২৭৭২.৫৬**	**৩৯৫৪.৫২**	**১৭০০.০৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন * ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।

বস্ত্র খাত

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বস্ত্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে তৈরি পোষাক রপ্তানি করে মোট ৪২.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। যা উক্ত সময়ে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশ।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি)

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর (অক্টোবর'১৭) পর্যন্ত সময়ে মোট ৮,২৬৫.৫০ লক্ষ কেজি সুতা উৎপাদন করেছে, যার মধ্যে নিজস্ব সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,২৮২.৯২ লক্ষ কেজি এবং সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে সূতা উৎপাদনের পরিমাণ ৯৮২.৫৮ লক্ষ কেজি। বিটিএমসি'র নিজস্ব কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ৮,১৪৯.৯৮ লক্ষ মিটার। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ বন্ধ করার পর থেকে বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন হয় না। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর (অক্টোবর'১৭) পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ বাবদ আয়ের পরিমাণ ৪৮৪.৬৩ কোটি টাকা। বর্তমানেও বিটিএমসির ভাড়া পদ্ধতিতে চালু মিলসমূহে উৎপাদিত সূতা স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণে স্বল্প পরিসরে হলেও ভুমিকা রাখছে।

বর্তমানে বিটিএমসি'র ২৫টি মিলের মধ্যে ২টি মিল বিদ্যমান পুরাতন মেশিনারিজ দ্বারা ভাড়া পদ্ধতিতে চালু আছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের বস্ত্রশিল্পকে বিকাশের লক্ষ্যে বিটিএমসি'র ১টি মিল এর জমিতে 'টেক্সটাইল পল্লী' স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সূতা উৎপাদন কার্যক্রমের উপর একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি ৮.১২ দেয়া হলো:

সারণি ৮.১২ বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত ক্ষমতা (সংখ্যা)	স্থাপিত ক্ষমতার ব্যবহার (%)	উৎপাদন (লক্ষ কেজি)
	টাকু	টাকু	সুতা
২০০৯-১০	১৭৬৫১২	১১	১১.৪৬
২০১০-১১	১৭৬৫১২	৪৩	২৪.০৫
২০১১-১২	১৭৬৫১২	২০	৯.৩৬
২০১২-১৩	১৬৮৯৬৮	১৬	১৬.৬৮
২০১৩-১৪	১৮৬২৬৪	২০	১৯.৮০
২০১৪-১৫	১৯৯৬০৮	২০	২০.৪৮
২০১৫-১৬	১৯৮৭৯২	২৩	২২.৩৭
২০১৬-১৭	১৬৯৪৭২	২৯	২০.৪৭
২০১৭-১৮*	১৫২১৭৬	২২	৪.৯৮

উৎসঃ বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন * অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জভিত্তিক সুতা উৎপাদন দেখানো হলো।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প

তাঁত শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্যের ধারক। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। তাঁত শুমারি, ২০১৮ অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ২,৯০,২৮২টি এবং বছরে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্র প্রায় ৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ শতাংশেরও বেশী তাঁতশিল্প যোগান দিয়ে আসছে। এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ২,২৬৯.৭০ কোটি টাকা। বিগত ১২ বছরে তাঁতবস্ত্র রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ প্রায় ১১.১৫ কোটি মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

তাঁত সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এসব প্রকল্প/কর্মসূচি দেশের তাঁত শিল্প ও তাঁতিদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় তাঁতি সমিতি বিধিমালা-১৯৯১ অনুযায়ী তাঁত বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত তাঁতি সমিতির দরিদ্র প্রান্তিক তাঁতি সদস্যদেরকে (অর্থাৎ ১-৫ তাঁতের মালিক) গ্রুপের মাধ্যমে সংগঠিত করে চলতি মূলধন সরবরাহ করার লক্ষ্যে 'তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৬৭,৫৯৯টি তাঁতের বিপরীতে ৪৪৯৮১ জন তাঁতির অনুকুলে মোট ৭,৯৫১.৭৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

ঐতিহ্যবাহী মসলিনের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ১২.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে মসলিনের সুতা

তৈরির প্রযুক্তি ও ঢাকাই মসলিন কাপড় পুনরদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ঢাকাই মসলিনের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সনদ পাওয়া গেছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় মসলিনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাব-তে 'ঢাকাই মসলিন হাউস' স্থাপন করা হয়েছে। উন্নত পরিবেশে নকশি তাঁতিদের জন্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং নকশি শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে "শেখ হাসিনা নকশিপল্লি, জামালপুর স্থাপন (১ম পর্যায়)" প্রকল্পটি ৩০৭.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৬০ শতাংশ। বস্ত্র খাতে মধ্যম পর্যায়ের দক্ষ বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরি, তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, ভোক্তার রুচি ও পছন্দ এবং পরিবর্তিত বাজার চাহিদা অনুসারে নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন, প্রান্তিক তাঁতিদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা এবং তাঁতিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ০৫ টি বেসিক সেন্টারে ০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১ টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ২ টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ১২৭.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ২৩.৮৬%।

বাংলাদেশের রেশম শিল্প

রেশম শিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প। রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন একীভূত হয়ে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে রেশম চাষকে **'আমার বাড়ি আমার খামার'** প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৪টি জেলার ৯৯টি উপজেলায় "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের সমিতির ২৩,৪১৬ জন সদস্যের মধ্যে জরিপ সম্পাদন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পভূক্ত ২,৬২৪ জন সদস্য তুঁতচাষে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ৬৯৭ জন সদস্য রেশমপোকা পালন করে উৎপাদিত রেশমগুটি বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছেন।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৬.৫০ লক্ষ এর অধিক জনগোষ্ঠী রেশম শিল্পের সাথে জড়িত যাদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। বাংলাদেশে এক বছরে ৪ বার রেশমের চাষ হয়। তুঁতপাতা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলে এক বছরে চার বারের অধিক এমনকি ১২ বার পর্যন্তও রেশম চাষ করা সম্ভব। দেশের দরিদ্র তুঁতচাষী ও পলুপালনকারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের মেয়াদে ১৭৮.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৭৩.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৯৮.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে ২৫,০০০ দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং প্রতিবছর ৩০ মেট্রিক টন সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য রাজশাহী সিল্ক বাংলাদেশ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর থেকে জি,আই ট্যাগ পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৮.১৩ এ দেওয়া হলোঃ

সারণি ৮.১৩ ঃ সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশমগুটি (মেট্রিক টন)	রেশম সুতা (মেট্রিক টন)	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশমচাষি	রেশমতাঁতি
২০১১-১২	৪.৪৩	১.৮০	২.৬৭	-	-
২০১২-১৩	৪.৪৩	১.২২	১.৬৪	-	-
২০১৩-১৪	৪.১৭	৯৮.০০	০.৬৬	বিতরণঃ ২৩১.৩০ আদায়ঃ ২০৫.৩৯	বিতরণঃ ৪১.২৭ আদায়ঃ ৩৬.১৮
২০১৪-১৫	২.৬৫	৫৬.০০	০.৬৪	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়ঃ ২০৬.০৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়ঃ ৩৬.৪৮(ক্রমপুঞ্জিভূত)
২০১৫-১৬	৩.৮০	১৪৬.০০	০.১২	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়ঃ ২১০.২০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়ঃ ৬.৮২(ক্রমপুঞ্জিভূত)
২০১৬-১৭	৪.৩৯	১৩০.০০	০.৩৬	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়ঃ ২২২.১৩ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়ঃ৩৭.০৯ ক্রমপুঞ্জিভূত)

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশমগুটি (মেট্রিক টন)	রেশম সুতা (মেট্রিক টন)	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশমচাষি	রেশমতাঁতি
২০১৭-১৮	৪.১৬	৯৯.০০	০.৯৩	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়ঃ ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বিতরণঃ ৪১.২৭(ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়ঃ ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)
২০১৮-১৯	৪.৩১	১৮৩.০০	১.০২	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়ঃ ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়ঃ ৩৭.১০ ক্রমপুঞ্জিভূত)
২০১৯-২০	৪.৫১	২০০.০২	১.০৯	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)
২০২০-২১	৪.০০	১৪৫.০০	০.৫৬	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)
২০২১-২২	৪.৬০	২১৫.০০	১.২৬৬	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)
২০২২-২৩*	২.৬০	৬০.৭২	০.৭১৩	বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রমপুঞ্জিভূত) আদায়: ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)

উৎসঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড। (*জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।)

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

পাটখাত পুনরুজ্জীবিত ও আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি শ্রমিক ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বকেয়া পরিশোধের লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০২০ হতে রাষ্ট্রায়ত্ত ২৫টি পাটকলের শ্রমিক অবসানসহ উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অবসানকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত মোট ৩৪,৭৫৭ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩৩,৯৫১ জন শ্রমিকের ব্যাংক হিসাবে মোট পাওনার ৫০ শতাংশ হিসেবে ১৭৫৮.৩৩ কোটি টাকা নগদে পরিশোধ করা হয় এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ অর্থ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ব্যাংকের মাধ্যমে মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র আকারে পরিশোধের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া সরকার অনুমোদিত মৌলনীতি ও কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইজারা বা লিজ পদ্ধতিতে উৎপাদন বন্ধ ঘোষিত বিজেএমসি'র মিলসমূহ আধুনিকায়ন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালু করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১৭টি মিল লিজ প্রদানের জন্য EOI আহবান করা হয়। ইতোমধ্যে ২টি মিল ইজারা বা লিজ প্রদানের কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক হস্তান্তর করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৩টি মিল লিজ প্রদানের জন্য ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ২য় EOI আহবান করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৩টি মিল এর লিজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ১টি মিলের লিজ চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে ১৩টি মিল লিজ প্রদানের নিমিত্ত ০২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে EOI আহবান করা হয়। অবশিষ্ট মিলসমূহ ইজারা বা লিজ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ৪০,৭১০ মেট্রিক টন ও রপ্তানি আয় ৩১০.১৭ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে ৩৫,০০০ মেট্রিক টন ও ৩০০.৪৬ কোটি টাকা।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মাফিক উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপিত হয়। জেডিপিসি পাটের বহুমাত্রিক ব্যবহারের ধারনা প্রচার, উদ্যোক্তা তৈরী, উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কাঁচামাল সরবরাহ, ডিজাইন উন্নয়ন ও বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তার মাধ্যমে পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে। তৃণমূল পর্যায়ে বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার-প্রসার এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জেডিপিসি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় ০৭টি সার্ভিস সেন্টার ও ২টি কাঁচামাল ব্যাংক স্থাপন করেছে। ক্রেতাদের সুবিধার্থে জেডিপিসি ভবনে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সভা এবং বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণসহ ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

পাট অধিদপ্তর

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসায়ে অনিয়ম রোধকল্পে পাট অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন এবং বিভিন্ন শ্রেণির পাটপণ্য ব্যবসায়ের লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া সরকার

কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুলাই ১৯৯৫ থেকে কাঁচাপাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বেল প্রতি ২ টাকা এবং পাটপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্যের ১০০ টাকায় ০.১০ টাকা হারে রাজস্ব আদায় অব্যাহত আছে।

পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন মূলতঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা ও বাজার মূল্যের উপর নির্ভরশীল। এসব কারণে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের ব্যাপক উঠা-নামা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে ৯৩.১৮ লক্ষ বেল কাঁচা পাট এবং ৭.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। কাঁচা পাট ও পাটপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৯৬৫.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত দেশে ৭০.৬৪ লক্ষ বেল কাঁচা পাট এবং ৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। কাঁচা পাট ও পাটপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৫২১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশী বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড যথাঃ চট্রগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড রয়েছে। এছাড়াও বেপজা চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় ১,১৩৮ একর জমিতে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল নামে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নে রংপুর সুগার মিলস্ এর ৪৫০ একর জায়গায় একটি, যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার প্রেমবাগ ইউনিয়নে ৫০৩ একর জায়গায় একটি ও পায়রা সমুদ্রবন্দরের নিকটবর্তী পটুয়াখালী সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে ৪১৩ একর জায়গায় একটি ইপিজেড স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যমান ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ৪৫২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ৯৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চট্টগ্রাম ইপিজেডে ১৫০টি, ঢাকা ইপিজেডে ৮৯টি, মোংলা ইপিজেডে ৩১টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ২১টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ৪৮টি, উত্তরা ইপিজেডে ২৩টি, আদমজী ইপিজেডে ৪৮টি এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে।

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৬২৯৬.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রথম ৮ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২৫৫.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ হতে ক্রমপুঞ্জিভূত রপ্তানির পরিমাণ ১০১.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৩৬১.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট জাতীয় রপ্তানির ১৬.৬১ শতাংশ ইপিজেড হতে রপ্তানি হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ৪,৮৬,৩০৪ জন বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী। সারণি ৮.১৪ এ দেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য এবং সারণি ৮.১৫-এ ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এবং সারণি ৮.১৬-এ ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৪: ইপিজেডভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানী (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৫০	১০	১৯৯৯.৪৫	৩৯৭৪১.১৮	১৭৩৪৪০
ঢাকা ইপিজেড	৮৯	৬	১৭১৮.৮৩	৩৩৮২৬.৬৭	৭৬১৪৭
আদমজী ইপিজেড	৪৮	১২	৭০৯.৮৮	৭৫০১.০৯	৫৮৪১৪
কুমিল্লা ইপিজেড	৪৮	৫	৫৪৮.১২	৫২৯৮.৩৪	৪৪০৪৮
কর্ণফুলী ইপিজেড	৪২	৬	৭১২.২০	১০১৩২.০৫	৭৩৮১২
ঈশ্বরদী ইপিজেড	২১	২০	২৩৩.৯৭	১৪৬১.৫৭	১৭০৪৫
মোংলা ইপিজেড	৩১	১০	১৪৫.৭০	১০৭০.৭৩	১১৫২৭
উত্তরা ইপিজেড	২৩	৬	২২৬.৭৮	২২০১.০৮	৩১৮৭১

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ	রপ্তানী	কর্মসংস্থান
বেপজা ইপিজেড	০	১৮	১.৩০	০.০০	০.০০
মোট=	৪৫২	৯৩	৬২৯৬.২৪	১০১২৩২.৭১	৪৮৬৩০৪

উৎসঃ বেপজা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১৫: ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রমিক	উৎপাদিত পণ্যের নাম	উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোষাক শিল্প	১৪০	২৬৪২.১৩	৩১৮৪০৯
২.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৮৫	৮১৯.৮৪	১৫৪৪৮
৩.	টেক্সটাইল	৩১	৭৮৩.৫২	২২৪৫৪
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	২৪	৩৬৪.৮৯	১৬১৭১
৫.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	২৩	৩৫৭.২৮	৩৪৪৯৯
৬.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স	১৬	১৭৩.০০	৩৮৪৩
৭.	তাবু	১৪	১৭৭.৫০	১৯৩৩২
৮.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১৪	১০৫.৫৮	৪২১৭
৯.	সেবা খাত	১১	৫৮.০৬	১১৪০
১০.	ধাতব শিল্প	১০	৪৩.৪৭	১৫৪৫
১১.	টেরি টাওয়েল	৮	২৯.১০	১৯৬৪
১২.	কেমিক্যাল শিল্প	৪	১৪.২২	১০৪
১৩.	টুপি	৫	৭২.২৭	৭০১৪
১৪.	পাটজাত দ্রব্য	৪	৩৩.৬২	৮১৯
১৫.	কৃষিজাত শিল্প	৪	২.৪৬	১২
১৬.	লাগেজ/ব্যাগ	৫	৩১.৬৭	৫৫৭৭
১৭.	আসবাবপত্র	৩	৫.১১	১৯৫
১৮.	মোড়ক সামগ্রী	২	৩৪.৫৫	১০৫৮
১৯.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	১৫৯.১১	১৮৮
২০.	খেলনা	২	৫৯.৩৭	৪৭৬৯
২১.	সুতা	২	১২.৭৬	৩৭১
২২.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৪৪.৮৪	১৩১৪
২৩.	বিবিধ	৪২	২৭০.৩৩	২৫৮৬২
	সর্বমোট	**৪৫২**	**৬২৯৬.২৪**	**৪৮৬৩০৪**

উৎসঃ বেপজা,ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১৬: ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
ঢাকা	বিনিয়োগ	১২৫.৭৯	৮৪.০২	৮০.৬৩	৭০.১২	৬৮.৬৯	৭৬.১৪	৮৮.৫০	৮০.২৬	৭১.০৭	৪২.০৬
	রপ্তানী	১৯৩৭.৫০	১৯৯৭.৫০	২১৮৩.৯০	২০৯১.৩০	২২০০.৩০	২২০৬.৩১	১৮১৪.৫৬	১৬৫৯.৮২	২১২২.৮৭	১২৪৭.৪৫
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	১০৯.৪৬	১৫২.০২	১১০.৭১	৯০.৫৭	৮৬.১৯	৭৫.৬৯	৫৩.৩৭	৮৮.৫৩	৮৮.৮৬	৫০.০০
	রপ্তানী	২২৬১.৬১	২৩৮৩.৭৬	২৪১৯.৭১	২২৫৪.১৬	২৪৪২.২০	২৩৯১.৬৯	২০৯২.৪৪	২১১৯.৪৬	২৫৮৯.৭৯	১৬২৮.৬২
মোংলা	বিনিয়োগ	৫.১০	৮.২৭	১৮.৯৮	৬.১৫	১১.৭৮	১০.১৪	১৬.১৫	৩.৭৪	১৮.৬৮	৩৭.৯৮
	রপ্তানী	৭৭.২৮	৮৪.২৬	৭৪.৬৫	৪৫.৭৯	৫২.৫৫	৮৯.৪৪	৯১.৮৬	৯৩.৬৫	১৫৮.২৪	১০০.১১
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	২৩.৩৯	২৩.৪১	৩০.১৮	২৯.৩২	৩১.৫১	৩১.০৮	৩৮.৪৩	৬১.০২	৬৭.৪৬	৩৪.৬২
	রপ্তানী	২০৯.৪১	২৭৪.৬৩	৩০৮.৩৩	৩৩৭.৩৯	৪০৮.২৬	৪৯০.৭৬	৪৬৪.৪০	৫৬৫.৮৬	৮১৪.৮২	৫৩৫.২৬
উত্তরা	বিনিয়োগ	১৭.২৭	১৯.৮৯	৩৩.৫৩	২৪.৫৬	২০.৪২	৩১.০২	১৪.০১	১২.৫৬	৫.১৮	৫.০১
	রপ্তানী	৩৩.২২	৮৭.৯৯	১৮৮.৮০	২২৭.০৭	২২৪.৯৩	২৯৩.৭৬	২৩০.৯৪	২৩৭.২১	৩৭৬.৬৬	২৫৫.০০
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	৩.১৫	৫.৪২	১৫.১১	২০.০৭	২০.১৭	৮.১৮	৭.৮৫	১২.৪৪	৪২.৭৮	২৫.৯৫
	রপ্তানী	৯৩.১৬	১০৮.২৬	১১৪.৭৩	৯৬.৫৫	১৩১.৩৯	১৫০.২২	১২৫.৪৬	১৫৯.৭২	২০৯.০৬	১৩৪.৪০
আদমজী	বিনিয়োগ	৭৩.৭৫	৪৮.৫১	৫৪.৭০	৫০.৩৬	৫০.১৬	৫০.২২	৩১.৭৩	৪৫.২৫	৭০.৬২	৪০.৩৬

ইপিজেড		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
	রপ্তানী	৩৮৬.২০	৪৬৭.৪০	৫৬২.৯০	৬৪৪.০০	৭৬২.১০	৮২৬.৪০	৭৪১.৮৩	৭০৪.৮৬	৯৩৫.৭৬	৬৩৪.৯৬
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	৪৪.৬৭	৬৪.৮১	৬০.৫১	৫১.৩২	৫০.৬৭	৫০.৯০	২৫.৬১	৩৬.৯৭	৪৫.১৫	১৮.৫৪
	রপ্তানী	৫২৬.৮৫	৭০৯.৭৪	৮২৩.২৮	৮৫৩.০৮	৯৭৬.৮৫	১০৭৫.৫২	৯২৭.৬২	১,০৯৬.৪৯	১,৪৪৮.৬৯	৮২৫.৩১
বেপজা	বিনিয়োগ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	১.৩০
	রপ্তানী	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

উৎসঃ বেপজা, (*ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।)

এ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, কুয়েত, রুমানিয়া, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৮টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুবিধার্থে দ্রুত সেবা প্রদান এবং সেবার মান উন্নত করতে বাংলাদেশ সরকার "ওয়ান স্টপ সার্ভিস অ্যাক্ট-২০১৮" প্রণয়ন করেছে। বেপজা One Setp Service (OSS) এর মাধ্যমে ইপিজেডসমূহের বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগ সংক্রান্ত অধিকাংশ সেবা একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে পেয়ে থাকেন। জুলাই, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহের আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হতে মোট ৪,৪৬,৫৮৯টি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

বেসরকারী বিনিয়োগে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য ইপিজেডে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ চুক্তি অনুসারে, বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা পূরণের পর উৎপাদিত উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ ও বিক্রয় করতে পারে। বেপজা কর্তৃক ইপিজেডসমূহে ২২৯ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল এবং ইপিজেডের অভ্যন্তরের রাস্তায় ৮০০টি সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে এনভায়রনমেন্ট ল্যাব, বেসরকারি উদ্যোগে আদমজী, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ইপিজেডে পানি পরিশোধনাগার (WTP) চালু করা হয়েছে। এছাড়া, বেসরকারী উদ্যোগে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং কুমিল্লা ইপিজেডে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (CETP) চালু করা হয়েছে। কারখানাসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়মিত তদারকি করার জন্য ৩০ জন পরিবেশ কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ইপিজেডের শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ জন সোস্যাল কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ৮টি ইপিজেডের জন্য ৩ জন কন্সিলিয়েটর (মীমাংসাকারী) এবং ৩ জন আরবিট্রেটর (সালিশকারী) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেডস্থ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র নতুন শ্রম আইন 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯' এবং "বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম বিধিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঔষধ শিল্প

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে ঔষধ প্রাপ্তি মূলত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে অনেক উচ্চ মূল্যে জনগণকে ঔষধ ক্রয় করতে হতো। বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ দেশে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে শুধুমাত্র কিছু হাইটেক প্রোডাক্ট (ব্লাড বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট, এন্টিক্যান্সার ড্রাগ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঔষধ আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মানসম্পন্ন ঔষধ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১৫৭টি দেশে রপ্তানি করছে এবং ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ৮.১৭ এ দেশের ঔষধ রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৮.১৭ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি

(কোটি টাকায়)

বছর	মোট রপ্তানি	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয় (সংখ্যা)
২০১১	৪২৬.১৫	৮৭
২০১২	৫৫১.২২	৮৭
২০১৩	৬১৯.৯৩	৮৭
২০১৪	৭৩৩.২৭	৯২
২০১৫	১০০৮.০৮	১১৩
২০১৬	২২৪৭.০৫	১২৭

বছর	মোট রপ্তানি	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয় (সংখ্যা)
২০১৭	৩১৯৬.৩২	১৪৫
২০১৮	৩৫১৪.২৮	১৪৬
২০১৯	৪০৯০.০৯	১৪৭
২০২০	৪১৫৫.৪৭	১৫১
২০২১	৬৫৭৫.৮০	১৪৮
২০২২	৬৬৩৭.৭	১৫৭

উৎসঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

শিল্পঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষি-নির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্পখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ (ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত বছরওয়ারী শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.১৮ এ দেখানো হলো।

সারণি-৮.১৮: শিল্প ঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০১০-১১	৭১৩০০.৩৫	৩২১৬৩.২০	১০৩৪৬৩.৫৫	৫৬৬৯৪.৯৯	২৫০১৫.৮৯	৮১৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১০	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩১৬৫.৫৬	৪২৫২৮.৩১	১৪৫৬৯৩.৮৭	৮৫৪৯৬.১৪	৩৬৫৪৯.৪১	১২২০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬১০২.৫৯	৪২৩১১.৩২	১৬৮৪১৩.৯১	১১৩২৯১.২৫	৪১৮০৬.৬৯	১৫৫০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫	১৫৯৫৪৬.৪২	৫৯৭৮৩.৭০	২১৯৩৩০.১২	১২১৮৫৩.৯৯	৪৭৫৪০.৮১	১৬৯৩৯৪.৮০
২০১৫-১৬	১৯৯৩৪৯.২১	৬৫৫৩৮.৬৯	২৬৪৮৮৭.৯০	১৪৯৭৬২.৭২	৪৮২২৫.২৯	১৯৭৯৮৮.০১
২০১৬-১৭	২৩৮৫১৭.০৫	৬২১৫৫.০৮	৩০০৬৭২.১৩	১৮৫৫৩২.৭৭	৫২০৯৪.৫৭	২৩৭৬২৭.৩৪
২০১৭-১৮	২৭৫৬২৯.০৫	৭০৭৬৮.১৭	৩৪৬৩৯৭.২২	২০২৯৮০.৪৮	৭০১৯৩.০৮	২৭৩১৭৩.৫৬
২০১৮-১৯	৩১৯০০৬.৯৮	৮০৮৫০.০৮	৩৯৯৮৫৭.০৫	২৪৩১৯৪.০৫	৭৬৫৬৮.৮১	৩১৯৭৬২.৮৭
২০১৯-২০	৩১২১৩৪.০১	৭৪২৫৭.০২	৩৮৬৩৯১.০৩	২৫৬৬০৫.৭৭	৬৯৭২৩.৮৯	৩২৬৩২৯.৬৬
২০২০-২১	৩২৪৮২৬.১১	৬৮৭৬৫.২৬	৩৯৩৫৯১.৩৭	২৮৫৪৭৭.৮০	৫৮৪৮৮.৭০	৩৪৩৯৬৬.৫০
২০২১-২২	৪,০৯১৫৬.২২	৭২৩৬০.৯৫	৪৮১৫১৭.১৬	৩০৯৮৫৬.৫৭	৬৪৮৬২.৫৯	৩৭৪৭১৯.১৬
২০২২-২৩*	২৩২৭৯৮.৪০	৪৮১৩৬.৯৯	২৮০৯৩৫.৩৯	১৮৭৬০৭.৫২	৭১১৬৪.৬৬	২৫৮৭৭২.১৮

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ।*২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম দুই ত্রৈমাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২) এর বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ (ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ কিছুটা কমেছে। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে পুনরায় শিল্পঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম দুই ত্রৈমাসিক অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত শিল্পঋণ বিতরণ ও আদায়ের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২,৮০,৯৩৫.৩৯ কোটি টাকা ও ২,৫৮,৭৭২.১৮ কোটি টাকা। বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে শিল্পঋণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে মূখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালিত একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা।

চলমান উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম

- বিএসটিআই'র ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি (এনএমএল), রসায়ন, ফুড-ব্যাক্টেরোলজি ও পদার্থ পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সর্বমোট ৪১১টি টেস্ট প্যারামিটার বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি) থেকে এ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে।

- জনস্বার্থে ২৩৯টি পণ্যকে বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
- আমদানিকৃত স্বর্ণের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য স্বর্ণ পরীক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- বিএসটিআই'র লাইসেন্স/সার্টিফিকেটের টেস্ট রিপোর্ট এর অনৈতিক ব্যবহার রোধকল্পে ওয়েববেইজড মেশিন রিডেবল QR Code সম্বলিত লাইসেন্স/সার্টিফিকেট/টেস্ট রিপোর্ট ইস্যু করা হচ্ছে।
- পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন প্রবিধানমালা, ২০২২ তে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করে "হালাল সার্টিফিকেট" প্রদান করা হচ্ছে।
- "বিএসটিআই পদার্থ ও রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন" - শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় রসায়ন উইংয়ের ৩৮টি ল্যাব ও পদার্থ পরীক্ষণ উইংয়ের ২৯টি ল্যাবসহ মোট ৬৭টি ল্যাব নির্মিত হবে।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) ২০০৩ খ্রিঃ থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন ২০২২, পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন ১৯১১ এবং পেটেন্ট ও ডিজাইন বিধিমালা ১৯৩৩ মোতাবেক পেটেন্ট মঞ্জুর ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন করা হয়। ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯ (ট্রেডমার্ক সংশোধনী আইন ২০১৫) ও ট্রেডমার্ক বিধিমালা ২০১৫ মোতাবেক ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন করা হয়। ভৌগোলিক নির্দেশকপণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ওসুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৫ মোতাবেক ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন করা হয়। মেধাসম্পদের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় শতবর্ষী পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এর পরিবর্তে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গত জুলাই ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত দেশী-বিদেশী মিলে পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক (সার্ভিস মার্কসহ) মোট আবেদন প্রাপ্তি সংখ্যা যথাক্রমে ১৬২টি, ৭৪৬টি, ৮৭৮০টি। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত) এ অধিদপ্তরের আয় হয়েছে ১৯.৬৫ কোটি টাকা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সেবাধর্মী একটি কারিগরি দপ্তর। সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার জন্য খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় নতুন ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনপূর্বক পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় হতে বয়লার সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মানসম্মত বয়লার নির্মাণ, আমদানি ও ব্যবহারের লক্ষ্যে বয়লার আইন ও বিধি যুগোপযোগী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বয়লার দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিম্নমানের বয়লারের পরিবর্তে মানসম্মত, নিরাপদ, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব চাতালে ব্যবহার উপযোগী বয়লারের ডিজাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি' ২৩ পর্যন্ত মোট ৫০৬ টি বয়লার নিবন্ধন, স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত ৮৬টি বয়লারের নির্মাণ সনদ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে ৪.১২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে এবং বয়লার বিষয়ক গণসচেতনতার জন্য মোট ২২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বিএবি জাতীয় মান অবকাঠামো (Quality Infrastructure) উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএবি ২০১২ সালে প্রথম এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সাল পর্যন্ত দেশীয় ও বহুজাতিক মোট ১০৮টি প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে।

বিএবি'র এ্যাক্রেডিটেশনের ফলে দেশের পরীক্ষণ, পরিদর্শন ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রমের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে। বিএবি ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের (ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17043) এর উপর ২৯টি আসেসর প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৪৬টি কারিগরি বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ২,৩০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিএবি গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা আয় করেছে।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বিটাক শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল তৈরিসহ গবেষণার মাধ্যমে আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি করার মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে আসছে। সমাজের পশ্চাৎপদ অঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবক ও নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। বিটাক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রাখতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। আমদানি-বিকল্প যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে বিটাক এ খাত থেকে আয় করে থাকে।

বিটাকের প্রশিক্ষণ, উৎপাদন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে "গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় বিটাকের কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটির কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিটাকের প্রস্তুতি হিসেবে মিরসরাইতে বঙ্গবন্ধু শিল্প পার্কে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী একটি অত্যাধুনিক বিটাকের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য বেজার নিকট থেকে ১০ একর জমি বরাদ্দ পাওয়া যায়। লীজের মাধ্যমে উক্ত জমি প্রাপ্তির জন্য ইতোমধ্যে বেজা ও বিটাকের 'Land Leaase Agreement' স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া "হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাক এর কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (ফেজ-২)" শীর্ষক প্রকল্পটির কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ১৫ হাজার জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের এ যুগে ন্যাশনাল প্রোডকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প কারখানা/ সেবা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরির পাশাপাশি মুনাফা বৃদ্ধিসহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বর্তমান সরকারের গৃহিত জনকল্যাণমূখী বিভিন্ন কর্মসূচি দক্ষতার সাথে বাস্তয়ায়ন করছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাত, উপ-খাত এবং কুটির শিল্পসহ এসএমই ও শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যুগোপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরি সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এনপিও জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনানুযায়ী, উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা, প্রতিবছর ২ অক্টোবরকে 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' পালন করা এবং সর্বোপরি এ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স আওয়ার্ড প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) এনপিও কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪০টি প্রশিক্ষণ প্রদান করে যেখানে ১,২৯৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া ৮টি কর্মশালা, উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ০৪টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ১,১৮,০০০টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শসেবা প্রদান করে থাকে। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিআইএম ৭৭,১১৮ -এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৪টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১,৮৯৯ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ৪৫টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৭৪৪ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২২ সেশনে ৪৫৫ জন একবছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং চলমান ২০২৩ সেশনে ৫৬৭ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সসমূহে ভর্তি হয়।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য বিআইএম এ Online-based Digital Transformation in Government offices, Data Analytics and Data Driven Decision Making, Digital Office Solution with Google Tools শীষক ৩টি নতুন প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আওতাধীন BdREN (Bangladesh Research and Education Network) এর সহযোগিতায় Zoom-এর মাধ্যমে অনলাইনে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং পিজিডি কোর্সের ভর্তি, ক্লাস, পরীক্ষা, টার্ম পেপার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সংযোজনী

সংযোজনী: ৮.১

এসএমই খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেসমূহ

• ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক এসএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বব্যবহৃত বিতরণভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক ঋণ ও অগ্রিমসমূহের নীট স্থিতিভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার প্রবর্তন করা হয়েছে। একইসাথে, এসএমই ঋণ ও অগ্রিমের নীট স্থিতির পরিমাণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে অন্যূন ২৫ শতাংশে উন্নীত করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

• ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত বিনিয়োগ যথাসময়ে সমন্বয়/আদায়/পরিশোধে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক পর্যায়ের প্রত্যেককে ১ শতাংশ হারে সর্বমোট ২ শতাংশ প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ০১ জুলাই, ২০২১ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

• ২০২৪ সালের মধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কুটির, মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র খাতে মোট এসএমই ঋণের ৫০ শতাংশ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

• ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ১ হতে ৫ বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

• এসএমই কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএমই প্রধানদের সাথে ত্রৈমাসিক মনিটরিং সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগসহ প্রতিটি শাখা অফিসসমূহে এসএমই মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তিন স্তরের এসএমই মনিটরিং কার্যক্রম প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে।

• নতুন উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা কেস টু কেস হিসেবে এবং জামানতসহ পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিবেচনা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

• এসএমই খাতে ক্লাস্টার ভিত্তিক অর্থায়ন ত্বরান্বিত করতে বিদ্যমান ক্লাস্টারগুলো শক্তিশালীকরণ ও নতুন ক্লাস্টার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্লাস্টার উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

• নারী উদ্যোক্তাগণের জন্য ঋণ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোট এসএমই ঋণের অন্তত ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের এবং প্রতিটি শাখায় স্বতন্ত্র 'Women Entrepreneur Dedicated Desk' স্থাপন করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সম্ভব হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত ডেস্কে একজন নারী কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যাতে তিনি নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রজেক্ট পদ্ধতি, ঋণ আবেদন ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ এবং সেবা প্রদান করতে পারেন।

• বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণ সহায়ক জামানত ব্যতীত এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

• গ্রাহক বান্ধব ঋণ আবেদন ফরম (বাংলায়) প্রণয়ন করা হয়েছে।

• ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনজন সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তা খুঁজে বের করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং প্রত্যেক বছর অন্তত ০১ জনকে অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করবে।

• নির্দিষ্ট মানদন্ডের ভিত্তিতে নির্ধারিত যোগ্য অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২৫,০০০.০০ কোটি টাকার একটি পুন:অর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।

• করোনায় সৃষ্ট তারল্য সংকট মোকাবেলা ও ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) এর সহযোগীতায় বাংলাদেশ ব্যাংক 'COVID-19 Emergency and Crisis Response Facility Project (CECRFP)' নামক ৩০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমানের একটি পুন:অর্থায়ন স্কীম চালু করেছে।

• করোনার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বিদেশ হতে ফেরত আসা শ্রমিক, বেকার যুব জনগোষ্ঠী, গ্রামীন উদ্যোক্তাসহ নারী উদ্যোক্তাদের সহযোগীতার লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহযোগীতায় বাংলাদেশ ব্যাংক 'Supporting Post

COVID-19 Small Scale Employment Creation Project (SPCSSECP)' শিরোনামে একটি নতুন পুন:অর্থায়ন তহবিল চালু করেছে। কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে কর্মরত উদ্যোক্তাগণই মূলত এই পুন:অর্থায়ন তহবিল এর আওতায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

• এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং সুইস উন্নয়ন ও সহযোগী এজেন্সির আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'Skill for Employment Investment Program (SEIP)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ট্র্যাঞ্চ-১ এর আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ১২,২৮৭ জনকে বাজার চাহিদা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১,৯৮৯ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সনদপ্রাপ্ত হয়েছে ।

• তৈরী পোশাক খাতের উন্নয়নকল্পে গৃহীত 'Support Safety Retrofits and Environmental Upgrades in the Bangladeshi Ready-Made Garments (RMG) Sector (SREUP)' তহবিলের সুদের হার পুন:নির্ধারণ করে ৭ শতাংশ এর পরিবর্তে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংযোজনী: ৮.২

এসএমই ফাউন্ডেশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক চিহ্নিত ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টারের মধ্যে ৯০টি ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাস্টারের চাহিদার ভিত্তিতে ক্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বল্প সুদে অর্থায়ন, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ইত্যাদি কর্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ক্লাস্টার উন্নয়নের কার্যক্রম হিসেবে এ পর্যন্ত ৪০টি ক্লাস্টারে বিভিন্ন ধরনের ১৪৩টি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।
- নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ১,৩০৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহে মোট ৪০,০৭০ জনকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন নারী। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি স্বতন্ত্র এসএমই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।
- এসএমই ফাউন্ডেশন ২০০৯ সাল হতে এসএমই ক্লাস্টার, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও সারাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বল্পসুদে ও সহজশর্তে জামানতবিহীন অর্থায়নে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রেডিট হোলসেলিং শীর্ষক বিশেষায়িত কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় জুন-২০২১ পর্যন্ত মোট ৩১টি এসএমই ক্লাস্টার ও ক্লায়েন্টেল গ্রুপের ২,১২৬ জন এসএমই উদ্যোক্তার (৫২৪ জন নারী) মধ্যে মোট ১২২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ফাউন্ডেশনের 'রিভলভিং তহবিল' হতে ১৭৫ কোটি টাকা ১,১৫৬ জন প্রান্তিক উদ্যোক্তার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, যেখানে ১৬% নারী উদ্যোক্তা।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে অদ্যাবধি এসএমই ফাউন্ডেশন হতে সর্বমোট ৪৬৭টি প্রস্তাবনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৭৬টি প্রস্তাবনা আংশিক/সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে এবং জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে।
- আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মোট ৫,৪৭২ জন উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ৩৫০টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মোট ১০,৬৫০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, দেশব্যাপী ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, পণ্য বহুমুখীকরণ, নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি, ব্যবসায় সংকট ব্যবস্থাপনা ও চাপ প্রশমন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা-সেমিনারসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৮,১০০ নারী উদ্যোক্তা উপকৃত হয়েছে।
- নারী আইসিটি ফ্রিল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪ জেলায় মোট ৩,০০০ জন নারী আইসিটি উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে।
- এসএমই ফাউন্ডেশন এটুআই (a2i) এর সহযোগীতায় দেশব্যাপী এসএমই ই-ডাটাবেজ তৈরি করছে। দেশের সকল এসএমই উদ্যোক্তার তথ্য একটি প্ল্যাটফর্মে আসবে, ফলে এসএমই খাতের উন্নয়নে সরকারের নীতি নির্ধারণ সহজ হবে।
- ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের (এসএমই) উদ্যোক্তাদের পণ্যের বাজার সংযোগ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশীয় পণ্য নিয়ে ঢাকায় ১০টি জাতীয় এসএমই মেলা, জেলা পর্যায়ে ৮৭টি আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করেছে। এ পর্যন্ত আয়োজিত এসএমই পণ্য মেলায় মোট ৭,০৭৬ জন এসএমই উদ্যোক্তা তাঁদের পণ্য প্রদর্শন করে ৮৭ কোটি টাকার বিক্রয় এবং ১০৭ কোটি টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার গ্রহণে সক্ষম হয়েছে।
- বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির অংশ ঐতিহ্যবাহী তাঁতপণ্যের প্রস্তুতকারক ও শীর্ষস্থানীয় ডিজাইনারদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, বিলুপ্তি রোধকরণ এবং সর্বোপরি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ঢাকায় ০৪টি হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করেছে।
- ফাউন্ডেশন এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ২০৮টি সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। বহিঃবিশ্বে দেশের এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বুলগেরিয়া, তুরস্ক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে এসএমই উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং ডি-৮ভুক্ত দেশসমূহের সাথে ১টি বহুপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে এসএমই খাতের উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।